এমকাল

27 MAY 2017

প্রশ্নপত্র ফাঁস ও শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন

শিক্ষা | অরুণ কুমার বিশ্বাস

কথাসাহিত্যিক

শুরুতে একটি আপ্তবাক্য বলে নিই– চাণক্য মহোদয় বলেছেন, ফাঁকির পুষ্টি বাকিতে যায়। মানে হলো এই, যারা বিনাকষ্টে শর্টকাটে কার্যোদ্ধার করতে চায়, তারা কখনও খুব একটা সুফল পায় না। মুদিকে ঠকিয়ে বাকিতে বাজার করলে শরীর তাতে পুষ্টি পায় না, দিন দিন ক্ষয়াটে হতে হতে হাড় জিরজিরে হয়ে যায়।

আমাদের চলমান পরীক্ষা পদ্ধতি ও কিয়দংশে শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা অনেকটা তেমনই। দৃশ্যত ফল ভালো হচ্ছে, দেদার গোল্ডেন প্লাটিনাম হচ্ছে; কিন্তু বিদ্যার্থীদের তাতে মাথা খুলছে না। এসএসসিতে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে এমন একজনের কাছে জানতে চাওয়া হলো, বলো তো বাবা, আমার একটি পোষা বিড়াল আছে, তাকে আমি খাওয়াই– ইংরেজিটা কী হবে? সে বলল, আই অ্যাম এ প্যাট (পেট নয়) ক্যাট অ্যান্ড আই ইট মাই ক্যাট। মানে সে নিজে বিড়াল এবং সে বিড়াল খায়। হতে পারে এখানে কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি আছে; কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতি খুব একটা যে উন্নত নয়, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

অস্বীকার করব না, টুকটাক নকল আমাদের সময়েও ছিল। কারণ তখন মুড়ি-মুড়কির মতো প্রশ্ন ফাঁস হতো না। দুষ্টু ছেলেপুলে ভাই-ভাতিজার মাধ্যমে পরীক্ষা শুরুর পর সেই প্রশ্নের কিছু সমাধান বের করে কোনোভাবে পরীক্ষার হলে সাপ্লাই দিত। কিন্তু পরীক্ষার আগেই তামাম প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের হাতে এসে যাওয়া বা স্বয়ং শিক্ষকের নিজ দায়িত্বে প্রশ্নোত্তর সরবরাহ করা– এমন অনাচার আগে কিন্তু ছিল না। এমন চিত্র-বিচিত্র নয় যে, পরীক্ষার আগে অনেকেই এখন পেঁচার মতো রাতের অন্ধকারে হাতে নগদ টাকা নিয়ে প্রশ্ন ফাঁসের পেছনে ছোটে। রাত জেগে সেসব প্রশ্ন ঘেঁটে উত্তর বানায়, বই পড়ার প্রতি এদের আদৌ কোনো আগ্রহ নেই। শুধু শিক্ষার্থী নয়, কিছু অভিভাবকও ছেলেপুলের ভালো রেজাল্টের বিষয়ে এতটাই মরিয়া যে, তারা নিজেরাও শিক্ষার্থীকে ফাঁসকৃত প্রশ্ন কিনতে বাজারে পাঠায়।

ফলে যা হয় আর কি, শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের দিকে নজর না দিয়ে বাঁকাপথে সার্টিফিকেট বাগাতে ব্যস্ত। অতঃপর তারা বিড়াল খায়! আর অভিভাবকরা ছেলেপুলের বিরল কীর্তিতে বগল বাজাতে শুরু করেন। ধরেই নেন যে, প্রশ্ন ফাঁসের মধ্য দিয়ে অভাবিত সাফল্যধারী ছেলে তার জজ-ব্যারিস্টার না হয়ে যায় না, চাই কি বরাতজোরে আইনস্টাইনও হতে পারে।

এ ফাঁসুড়েদের তেমন দৃশ্যমান কোনো বিচার হয় না। ফলে তারা মুফতে টাকা কামাতে সদা ব্যস্ত থাকে। ধরা পড়লে দু'দিনেই জামিন পেয়ে যায়। কারণ এদের টাকার জোর আছে। বলা বাহুল্য, এই জমানায় যুক্তি বা সত্যের জোরের চেয়ে টাকার জোর ঢের বেশি। শুধু প্রতিযোগিতামূলক একাডেমিক পরীক্ষা নয়, ব্যাংকসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায়ও এখন দেদার প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ জেগে ঘুমায়, অর্থাৎ ফাঁসের ঘটনা জেনেও অস্বীকার করে। কিন্তু তাতে শেষ রক্ষা খুব একটা হয় না। কারণ মিডিয়া এ ব্যাপারে সদা জাগ্রত। সময়মতো প্রমাণসমেত জনসমক্ষে সব হাজির করে।

প্রশ্ন ফাঁসের কারণ নিয়ে টক শোতে বিস্তর আলাপ-আলোচনা হয়। নানা প্রেসক্রিপশনও আসে। কিন্তু তাতে শর্টকাট মারার ধান্ধা কিন্তু বদলায় না বিপাকে পড়ে মূলত সেসব নীতিবান ভালো ছেলেমেয়ে, যারা কি-না এখনও টুকলি মেরে পাস করার মতো বিবেক-বিবর্জিত কাজে অভ্যস্ত হয়নি। ফলে একরকম অসম প্রতিযোগিতা বিরাজ করে। কেউ পড়ে মোটামুটি ফল পায়, আর কেউ না পড়েই প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ নিয়ে মহাভালো ফল অর্জন করে। কেউ কেউ বলেন, এসব টুকলি করে পাসে লাভ কী! চাকরি তো পাবে না। কেন পাবে না শুনি! এখন তো নিয়োগ পরীক্ষায়ও প্রশ্ন ফাঁস হয়। আর যারা এই কাজে অভ্যস্ত, বরাবরই তারা ব্যাকডোরের খোঁজখবর রাখে। কাকে দিয়ে প্রশ্ন ফাঁস করানো যায়, তাও এরা আগেভাগে জেনে নেয়। ফলে চাকরিও তাদের হয়, যারা কি-না নীতি-নৈতিকতার ধার ধারে না। ব্যাকডোরে কাজ সারে।

আমরা আমজনতা এই প্রশ্ন ফাঁসের অভিশাপ থেকে মুক্তি চাই। আমরা প্রত্যাশা করি, ছেলেপুলে বড় হয়ে মানুষের মতো মানুষ হোক। এ ক্ষেত্রে সবার আগে দরকার জনসচেতনতা। শুঁড়ি তার ব্যক্তিস্বার্থে মদের পেয়ালা নিয়ে বেসাতি করবেই; কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে মদ্যপ হওয়াটা কোনো কাজের কাজ নয়। তাতে আপনার বোধবুদ্ধি সব লোপ পাবে। যেসব অভিভাবক ও ছেলেমেয়ে এসব বাঁকা পথ ধরছেন, তাদের বলি, একটু চোখ-কান খুলে সমুখপানে তাকান। একটু ভেবে দেখুন, বাঁকা রাস্তায় গিয়ে শেষ রক্ষা হবে তো!

বলা যায়, এ একরকম দুষ্টচক্র। এই চক্রব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসা কার্যত খুব কঠিন। কর্তাব্যক্তিরা হাপিত্যেশ করছেন ঠিকই; কিন্তু তাতে পরিস্থিতির দৃশ্যমান কোনো উন্নতি নেই। বরং প্রশ্ন ফাঁসের জাঁতাকলে পড়ে মেধাবী ও পরিশ্রমী ছেলেমেয়েরা ক্রমেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। তাদের মা-বাবারাও হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হচ্ছেন। এর দীর্ঘমেয়াদি ফল হিসেবে জাতি একটি চৌর্যবৃত্তিপ্রবণ অনৈতিক পেশাজীবী শ্রেণি উপঢৌকন পাচ্ছে, যারা কি-না রাষ্ট্রের উপকারে লাগা দূরে থাক, মহাসর্বনাশ করছে বলে আমি ধারণা করি।

শিক্ষার মান নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না; কারণ এমন অবান্তর ও অসঙ্গত প্রশ্ন তোলা বেয়াকুবির নামান্তর মাত্র। প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে কোনো প্রশ্ন নয়, তাতে সোনার ছেলেরা ভবিষ্যতে অন্ধকার দেখবে। আমরা আরও বেশি বেশি গোল্ডেন জিপিএ চাই। সোজা বা বাঁকা পথ যাই হোক, তোরা যে যা বলিস ভাই আমার 'সোনার হরিণ চাই। সরকারের এক নিয়োগ পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। ভদ্রলোক দেখতে-শুনতে খুব ভালো। তিনি আবার ডাবল এমএ। নিছক কৌতূকচ্ছলে একজন জানতে চাইলেন, বলেন তো গ্র্যাজুয়েশন বানান কী! বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, তিনি বারকয়েক ডাঙায় তোলা মাছের মতো অকারণ ঢোক গিলে, বেশ কয়েকবার তো তো করে তুতলে শেষে যা বললেন তাতে আমার সন্দেহ হয়, আদতেই তিনি গ্র্যাজুয়েশনটা পাস করেছেন কি-না!

তারপরও বলি, প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে কোনো প্রশ্ন নয়, কারণ এরা জাতির ভবিষ্যৎ। একশ্রেণির লোক এই ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থেকে তাদের রুটিরুজির নিশ্চয়তা পাচ্ছে। আমার অবশ্য একটি ছোট্ট প্রশ্ন আছে, যেসব অভিভাবক এসব কাজে ছেলেপুলেকে মদদ দিচ্ছেন, তারা আসলে কী চান! সার্টিফিকেট, যেনতেন-প্রকারেণ চোরাপথে একটি চাকরি, নাকি একজন বিবেকবান মানুষ! কেউ হয়তো বলবেন, ভাইসাব, দেশে কোন কাজটা ঠিকঠাক হচ্ছে শুনি! দুর্নীতি নেই কোথায়! এই তো বিপদে ফেললেন। আপনার সঙ্গে দ্বিমত করি কী করে! আমি তো কালা বা বোবা নই। কিন্তু গোড়াতেই গলদ না করে চলছে না বুঝি! ছেলেটিকে একটু সুবুদ্ধি দিন। আপনি শুরুতেই বিষবৃক্ষটি পুঁতে দিলে বড় হয়ে সে বিষফলই উপহার দেবে, তাই না!

আমরা আমজনতা এই প্রশ্ন ফাঁসের অভিশাপ থেকে মুক্তি চাই। আমরা প্রত্যাশা করি, ছেলেপুলে বড় হয়ে মানুষের মতো মানুষ হোক। এ ক্ষেত্রে সবার আগে দরকার জনসচেতনতা। শুঁড়ি তার ব্যক্তিস্বার্থে মদের পেয়ালা নিয়ে বেসাতি করবেই; কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে মদ্যপ হওয়াটা কোনো কাজের কাজ নয়। তাতে আপনার বোধবুদ্ধি সব লোপ পাবে। যেসব অভিভাবক ও ছেলেমেয়ে এসব বাঁকা পথ ধরছেন, তাদের বলি, একটু চোখ-কান খুলে সমুখপানে তাকান। একটু ভেবে দেখুন, বাঁকা রাস্তায় গিয়ে শেষ রক্ষা হবে তো! দেশ থেকে আইন-আদালত উঠে যায়নি। কারও কারও পাপের শাস্তি হচ্ছে কিন্তু। মান-ইজ্জতের ভয় থাকলে সময়ে সজাগ হোন, নইলে শুধু আপনি একা নন, দেশ উচ্ছন্নে যাবে। নকলবাজ দিয়ে আর যাই হোক, দেশের উন্নতি হয় না।